দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...21 JUN 1989...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ৭ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

115

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

সংকলনগুলো পুনঃমুদ্রণ করুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বি,এ পাস ও সাবসিডিয়ারী ক্লাসের জন্য প্রবন্ধ সংগ্রহ, ও গল্পসংগ্রহ নামে তিনটি সংকলন পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সৈয়দ আকরাম হোসেন সম্পাদিত 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' সংকলনটি ১৯৭৮-এর অক্টোবরে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৫ সনে এর পুনঃমুদ্রণ হয়। রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবু জাফর ও আবুল কাশেম ফজলুল হক সম্পাদিত 'কবিতা সংগ্রহ' বইটি ১৯৭৯-র জুনে প্রথম প্রকাশিত হয়ে ডিসেম্বর ১৯৮৫তে পুনঃমুদ্রিত হয়। ওয়াকিল আহমদ, সনজীদা খাতুন, মাহমুদা খাতুন ও আহমদ কবির সম্পাদিত 'গল্প সংগ্রহ' বইটি জুলাই ১৯৭৯ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়ে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬তে পুনঃমুদ্রণ হয়। এরপর বইগুলোর আরো মুদ্রণ হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে তিন বছর ধরেই বাজারে (এমনকি খোদ ঢাকার বইয়ের দোকানগুলোতেও) এ তিনটি সংকলন আর পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও বিএ পাস শ্রেণীর জন্য এগুলো পাঠ আবশ্যিক। স্থানীয় একটি কলেজে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, স্নাতক শ্রেণীর ৮২ জন ছাত্র/ছাত্রী কেউই তিনটি সংকলনের একটিও ঢাকা পর্যন্ত যোগাযোগ করেও জোগাড় করতে পারেনি। সব দোকানেই এক কথা 'বই ছাপা নেই।' কাজেই বাধ্য হয়ে নোট বইয়ের উপরই পুরোপুরি নির্ভর করতে হচ্ছে। অবশ্য বই না পাওয়ার সুযোগে এক শ্রেণীর শিক্ষকও নোট তৈরী করে দিয়ে দু'পয়সা কামাই করে নিচ্ছেন।

সংকলন তিনটির প্রকাশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সংকলন তিনটির জন্য দীর্ঘদিন ধরে যারা অসুবিধা ভোগ করে আসছে তারাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা এর অধীনে কলেজগুলোরই ছাত্র-ছাত্রী। যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন তিনটি পুনঃপ্রকাশ করতে কোন অসুবিধা থাকে, তাহলে প্রকাশনা স্বত্ব ভিন্ন কোন প্রকাশকের নিকট হস্তান্তর করার বিষয়টি জরুরীভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। আর যদি তারাই এ কাজটি করতে চান, তাহলে শীঘ্রই তা করা দরকার। গত ৩/৪ বছর ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই না দিয়ে এখনো তা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রাখা কোন ভাবেই যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না বলে আমরা মনে করি।

বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোস্তফা কামাল
নালিতাবাড়ী, শেরপুর।

প্রসঙ্গ ঃ প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা

গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬ তারিখে 'সংবাদ'-এ "প্রসঙ্গ : বৃত্তি পরীক্ষা" শীর্ষক লেখাটির জন্য প্রীতি কুমার মিত্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি প্রাসঙ্গিক আরো একটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সাধারণত: প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্তদের কোন সনদপত্র দেয়া হয়না। এক্ষেত্রে বৃত্তিপ্রাপ্তদের যদি সনদপত্র দেয়া হয় তাহলে তাঁরা এই সনদপত্র পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অথবা শিক্ষাশেষে কর্মজীবনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে কাজে লাগাতে পারবে। সুতরাং, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে সবিনয় নিবেদন (১) প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষাতে উত্তর পত্রে পরীক্ষার্থীর নাম লেখা তথা ব্যক্তিগত পরিচিতি দেয়ার নিয়ম বাতিল করা হোক।

(২) উভয় ক্ষেত্রে যেসব পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় নিজেদের প্রাপ্ত নম্বর জানতে আগ্রহী তাদেরকে মার্কশীট প্রদানের নিয়ম চালু করা হোক।

(৩) উভয় ক্ষেত্রে বৃত্তিপ্রাপ্তদের সনদপত্র প্রদানের নিয়ম চালু করা হোক। সনদপত্র প্রদানের মাধ্যমে বৃত্তিপ্রাপ্তদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান তাদেরকে লেখাপড়ায় প্রতি আরো অধিক উৎসাহী করবে।

শ্যামা প্রসাদ বিশ্বা।
৩৭৯ জগন্নাথ হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।